প্রথম আলো

তারিখ 23 OCT 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ধরার এখতিয়ার নেই দুদকের

আবদুল্লাহ মামুন

তফসিলে এখতিয়ারি নেই বলে একাধিক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পেলেও কাজ করতে পারছে না দুর্নীতি দমন কমিশন—দুদক। দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে গিয়ে এ ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়েছে কর্মকর্তাদের। তবে বেসরকারি ভিকারুন নিসা নুন স্কুল ও কলেজের অনিয়ম নিয়ে বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সময়ে কয়েকটি মামলা থাকায় সেগুলোর তদন্তের কাজ চলছে এখনো।

দুদকের কর্মকর্তারা বলছেন, দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা অনুযায়ী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসভঙ্গ বা প্রতারণা করা হলে তফসিল অনুযায়ী এই মামলা দুদকের এখতিয়ারভুক্ত নয়। দণ্ডবিধির ৪৬৭, ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারায়ও জাল-জালিয়াতি, প্রতারণা প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ধারাগুলোও কমিশনের বর্তমান আইনের এখতিয়ারভুক্ত নয়। তবে ২০০৪ সালে দুদক গঠিত হওয়ার আগে বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর আইনে উপরিউক্ত ধারাগুলো থাকায় কিছু কার্যক্রম সে সময় নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ভিকারুন নিসা স্কুল ও কলেজে দুদক যে তদন্ত করেছে, সেগুলো ব্যুরোর সময় করা। আইন অনুযায়ী ব্যুরোর সব মামলার সমাপ্ত কাজ যেহেতু কমিশনকেই শেষ করতে হবে, তাই এখন সেসব মামলার তদন্তকাজ শেষ করা হচ্ছে।

দুদক বলছে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারায় কেউ অপরাধ করলে তার অনুসন্ধান করার এখতিয়ার দুদকের আছে। বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তারা সরকারি এমপিওভুক্ত হলেও তাঁরা রাষ্ট্রতন্ত্রের চাকুরে নন বলে তাঁদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, জালিয়াতি, প্রতারণা বা অনিয়মের অভিযোগ থাকলেও মামলা করতে পারবে না দুদক। দুদক কোর্টের ২১ অধ্যায়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মী হিসেবে যাঁদের তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নাম নে

এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে দুদকের মহাপরিচালক কর্নেল (অ ইকবাল *প্রথম আলো*কে বলেন, যে অপরাধগুলো তফসিলভুক্ত নয় সেগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর তফসিলভু অপরাধের ক্ষেত্রে অবশ্যই কার্যক্রম চলবে।

তবে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের দুর্নীতি অনিয়ম রোধে দুদক ভিন্ন কৌশল নিয়েছে। একজন কর্মকর্তা বলেন, 'সব অভিযোগের ব্যাপারেই যে মামলা করতে হবে, এমন নয়। অন্যভাবেও সেসব দুর্নীতির প্রতিকার করা সম্ভব।' কয়েকটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির অনুসন্ধান করে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা শি মন্ত্রণালয় কিংবা অন্য কোনো সংস্থায় পাঠানোর সুপারিশ করা হবে। কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি নিয়ে যে অনিয়ম হয়েছে, সে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তথ্য পেয়েছে দুদক। তবে যাঁদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্প অর্জনের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে, এমন শিক্ষক-কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণীর নোটিশ দেওয়া হবে।

ভিকারুন নিসা স্কুল ও কলেজ, লালমাটিয়া কলেজ ও মতিঝি আইডিয়াল স্কুলের বিরুদ্ধে অনিয়মের অনুসন্ধান করেছে দুদকের বি দল। ভিকারুন নিসার বিরুদ্ধে ব্যুরোর আমলে করা কয়েকটি মামলা থা সেগুলোর তদন্ত সম্পন্ন করা হচ্ছে। এখন সরকারি কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠ কাজ শুরু করেছে দুদক। এরই মধ্যে পিরোজপুরের সোহরাওয়ার্দী কলে অনুসন্ধান করা হয়েছে। ওই কলেজের অধ্যক্ষ মুস্তাকিম নবীর বিরু অবৈধ সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পেয়েছেন কর্মকর্তারা। তাঁর বিরুদ্ধে আত্মসাতের মামলা ও সম্পদ বিবরণী জারির সুপারিশ করা হয়েছে। ঢাকা তিতুমীর কলেজ নিয়েও কাজ শুরু হবে।

ভিকারুন নিসার অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগম *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনি মাত্র ছয় মাস আগে প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ হিসেবে যুক্ত হয়েছে